যুগান্তর

তারিখ 19 MAR 2015
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

শিক্ষা ভবনে শিক্ষক নিগ্রহ

মাউশির বিকেন্দ্রীকরণ করা হোক

'লেখাপড়া করে যে/গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে'— শৈশবে পড়া এ কবিতার প্যারোডি রচিত হয়েছে— 'লেখাপড়া করে যে/গাড়ি চাপা পড়ে সে'। কিন্তু লেখাপড়া করান যারা, সেই শিক্ষকের ভাগ্যে কী ঘটে সে কথা লেখার অবসর কোনো কবির হয়নি। তবে দেশের শিক্ষকদের জীবনের নিয়তি তুলে ধরেছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলী তিন ঠেঙে কুকুরের বরাদ্দের এক ঠেঙে প্রাপ্তির উদাহরণ টেনে। শিক্ষকদের সেই নিয়তি যে আজও বিদ্যমান তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সে চিত্রই ফুটে উঠেছে বুধবার যুগান্তরে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে। শিক্ষা ভবনের এক আনসার কোনো শিক্ষককে গলাধাক্কা দিয়ে তুই-তোকারি করে বের করে দেবে, এমনটি অকল্পনীয় হলেও বর্তমানে শিক্ষা ভবনের বাস্তব অবস্থা এরকমই।

প্রতাপশালী মোগল সম্রাট আলমগীরের পুত্রকে পাঠ দিতেন যে মৌলভী, তার পায়ে একদিন পানি ঢালছিলেন শাহজাদা। এ দৃশ্য দেখে সম্রাট ডেকে পাঠান মৌলভীকে। সম্রাট মৌলভীর কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন, কেন শাহজাদা তার পায়ে হাত না বুলিয়ে কেবল পানি ঢেলে অসম্পূর্ণ গুরু সেবা করেছে? সম্রাটের কথায় ভীত-সন্ত্রস্ত মৌলভী ধরে কেবল প্রাণ ফিরেই পাননি, পেয়েছিলেন শিক্ষকের সম্মানও। আর এখনকার শিক্ষকরা উল্টো শিক্ষা ভবনের কর্মকর্তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে, এমনকি তাঁদের পকেটে খুশি হয়ে অর্থ প্রবিষ্ট করিয়েই অর্ধচন্দ্রের শিকার হচ্ছেন পিয়ন-আনসারদের হাতে! স্বাধীন বাংলাদেশে শিক্ষকের এ কেমন সম্মান!

জানা যায়, শিক্ষক নিগ্রহ কমাতে শিক্ষা ভবনে স্থাপন করা হয়েছে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা। কিন্তু তাতেও কাজ হয়নি। ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা এড়াতে সংশ্লিষ্টরা এখন মধ্যাহ্নভোজের সময় পার্শ্ববর্তী ভবনের ভেতরে গিয়ে 'ঘুষের দরদাম' নির্ধারণ করেন। অনেকে সন্ধ্যার পর নির্দিষ্ট হোটেলেও বসেন। শিক্ষা ভবনের এই 'মহার্ঘ্য' এবং 'অতিমূল্যবান শিক্ষা' নিয়ে, আনসার-পিয়নের হাতে অর্ধচন্দ্রের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে আসার পর শিক্ষকরা তাদের শিক্ষার্থীদের কোন শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার প্রয়াস পাবেন, এটাই প্রশ্ন।

নিগ্রহের শিকার হওয়া শিক্ষকরা মাউশি বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলেছেন। তাতে তাদের হয়রানি ও নিগ্রহের মাত্রা অনেক কমবে বলে তারা মনে করেন। আমরাও মনে করি, শিক্ষকরা নিজ নিজ জেলা শহরেই যাতে তাদের চাকরিসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করতে পারেন সে ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। শিক্ষক ও শিক্ষার সম্মান রক্ষা করা না গেলে কোনো অর্জনই রক্ষা করা সম্ভব হবে না— এটা মনে রাখা জরুরি।